216

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 APR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

বেসরকারী শিক্ষক ধর্মঘটের ৯ম দিন

সরকারী কলেজের শিক্ষকরা এসএসসি পরীক্ষা নেবেন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বেসরকারী হাইস্কুল ও কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের ধর্মঘট আহ্বানকারী শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির সঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার সরকারের কোন আলোচনা হয়নি। শিক্ষক-কর্মচারীদের অবিরাম ধর্মঘট কর্মসূচীর গতকাল নবম দিন অতিবাহিত হয়েছে।

ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার সময়মতো এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। সরকারী কলেজের শিক্ষকরা পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে তাদের চাকরি প্রেষণে জেলা প্রশাসকের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তাদেরকে পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও পরীক্ষা গ্রহণে দায়িত্ব দেয়া হতে পারে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির নেতৃবৃন্দ গতকাল এক বিবৃতিতে এ ব্যবস্থার নিন্দা করেছেন। ধর্মঘট আহ্বানকারী কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ গতরাতে 'সংবাদ'কে জানান, সরকার যেভাবেই পরীক্ষা গ্রহণ করুক না কেন তাতে ধর্মঘটী শিক্ষক-কর্মচারীরা বাধা দেবে না। তবে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বাদ দিয়ে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

গত রোববার শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকারের সঙ্গে কয়েকটি শিক্ষক সংগঠনের বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি জানান, যারা বৈঠক করেছে তাদের দাবি আর লিয়াজোঁ কমিটির দাবি এক নয়। তাই

শিক্ষক ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৭

শিক্ষক ঃ ধর্মঘটের ৯ম দিন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লিয়াজোঁ কমিটি শুধুমাত্র নিজেদের দাবি নিয়েই আলোচনায় বসার জন্য সরকারের সঙ্গে বসতে পারে, অন্যদের দাবি আলোচনার জন্য নয়। তিনি বলেন, লিয়াজোঁ কমিটির মূল দাবি হচ্ছে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে সরকারী জাতীয় বেতনস্কেলে বেতন-ভাতাদি দেয়া। দাবি মেটানো হলে বছরে সরকারের অতিরিক্ত প্রায় পৌনে দু'শ কোটি টাকা লাগবে। পক্ষান্তরে যারা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন তাদের দাবি হচ্ছে শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ। এতে শিক্ষামন্ত্রীর হিসেব মতো চার হাজার কোটি টাকা লাগতে পারে।

কাজী ফারুক বলেন, আমরা লিয়াজোঁ কমিটির বাইরে অন্য কোন সংগঠনের দাবি-দাওয়ার দায়িত্ব নিতে পারি না। তাই তাদের নিয়ে একসঙ্গে আলোচনায় বসা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, লিয়াজোঁ কমিটির দাবি নিয়ে আলোচনা করতে ডাকলে আমরা অবশ্যই সরকারের সঙ্গে বসবো।

শিক্ষাসচিব ইরশাদুল হক লিয়াজোঁ কমিটিকে বৈঠকে না ডাকা প্রসঙ্গে 'সংবাদ'কে বলেন, শিক্ষক সংগঠনগুলো নিজেদের নামেই তাদের কার্যক্রম চালায়। মন্ত্রণালয়ের কাছে সব সংগঠনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর আগেও শিক্ষকদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংগঠনগুলোকে আলাদাভাবে ডাকা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে সকল সময়েই ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, লিয়াজোঁ কমিটি কোন স্বতন্ত্র সংগঠন নয়, একটি মোর্চা মাত্র।

আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ধর্মঘটী সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, লিয়াজোঁ কমিটি চাইলে যেকোন সময় আলোচনা হতে পারে। এ আলোচনা অনুষ্ঠানের উদ্যোগও যেকোন পক্ষ আগে নিতে পারে। তবে মন্ত্রণালয় এ মুহূর্তে এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন নিয়ে প্রচন্ড ব্যস্ত বলে শিক্ষা সচিব জানান। ইতিপূর্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশ প্রণয়নের সময় বর্তমানের ধর্মঘটী শিক্ষক নেতাদের ভূমিকাকে ইতিবাচক এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, লিয়াজোঁ কমিটির নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই এমন কিছু করবেন না যাতে তাদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। তিনি ধর্মঘটের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির অচিরেই সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কলেজ অধ্যাপক সমিতি, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি, সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি এবং সরকারী কলেজ প্রভাষক সমিতির নেতৃবৃন্দ গতকাল এক বিবৃতিতে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চলমান ধর্মঘট অবসানের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।